মুজিবনগরে কৃষকদলের সমাবেশ অনুষ্ঠিত

মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়ন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী কৃষকদলের উদ্যোগে কৃষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশের সংখ্যা গরিষ্ঠ কৃষক জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করার লক্ষে সারাদেশে তিন মাস ব্যাপী ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষক সমাবেশের অংশ হিসেবে মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়ন কৃষকদলের উদ্যোগে গতকাল শনিবার বিকাল ৪ টায় মুজিবনগর উপজেলার মানিকনগর ডিএস আমিনিয়া আলিম মাদ্রাসা চত্তরে কৃষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়ন কৃষকদলের সভাপতি রহিত মন্ডলের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ও বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা কৃষক দলের আহবায়ক মাহবুবুর রহমান। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি‘র সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সহসভাপতি আজিমউদ্দীন গাজী, জেলা যুবদলের যুগ্নআহবায়ক মেহেদী হাসান।

এসময় উপস্থিত ছিলেন ও বক্তব্য রাখেন মুজিবনগর উপজেলা কৃষক দলের আহবায়ক আরমান আলী, যুগ্নআহবায়ক ও সাবেক ইউপি সদস্য রমজান আলী, সদস্য সচিব কুনুত আলী, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সহসভাপতি আজিমউদ্দীন গাজী প্রমুখ। সমাবেশটি পরিচালনা করেন জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি আব্দুল হামিদ।

মেহেরপুরে আওয়ামী লীগের ছয় আসামিসহ ৭ জন গ্রেফতার

বিএনপির নেতাকর্মীদের বাড়ি ঘরে হামলা ও অগ্নিসংযোগের অভিযোগে দায়ের করা মামলার পলাতক ছয় আসামিকে ও অপর একটি মামলায় আদালতের পরোয়ানাভূক্ত এক আসামিকে গ্রেফতার করেছে মেহেরপুর সদর থানা

পুলিশে।

শনিবার (২৫ জানুয়ারি) ভোররাতে পুলিশের একটি বিরাট টিম পিরোজপুর গ্রাম ঘেরাও করে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করেন।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সেখ মেসবাহ উদ্দিন এই তথ্য নিশ্চিত করেন। গ্রেফতারকৃতরা হলেন, পিরোজপুর গ্রামের শিশুপাড়া এলাকার আব্দুল আওয়ালের ছেলে সিআর – ৮৮৬/২৪ মামলার পলাতক আসামি মোঃ মিকাইল (৩০), একই এলাকার একই মামলার অপর আসামি যথাক্রমে খোকন সর্দারের ছেলে মোঃ মেহেদী (২২), আনসার আলীর ছেলে আকিজুল ইসলাম (২২), মৃতু উকিল হোসেনের ছেলে আজাহার (৪৮), আসকর আলীর ছেলে মতিউর (৪৫), খোকন হোসেনের ছেলে সাইদুল ইসলাম (৩২) ও একই গ্রামের মৃত খোকন আলীর ছেলে সিআর ১১৭৫/২৪ নং মামলার আদালতের পরোয়ানাভূক্ত পলাতক মোহাম্মদ ইয়াছিন (৪৫)।

মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেসবাহ উদ্দিনের নের্তৃত্বে সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) এসআই প্রহলাদ রায়, এসআই মোঃ নাহিরুল ইসলাম, এসআই উজ্জল হোসেন, এসআই জহুরুল ইসলাম, এসআই বি এম রানা, এসআই স্বপন মন্ডল, এএসআই মোঃ মাহবুব আলম, এএসআই মোঃ মিরাজুল ইসলাম, এএসআই মোঃ শফিকুল ইসলাম, এএসআই মোঃ আশরাফুল আলম, এএসআই/মোঃ গোলাম হোসেন, এএসআই (নিঃ) মনিরুজ্জামানসহ, সংগীয় ফোর্স গ্রেফতার অভিযানে অংশ নেন।

ওসি সেখ মেসবাহ উদ্দিন জানান, আজ শনিবার (২৫ জানুয়ারি) বিকালে গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

জানা গেছে, বিগত আগস্টের ৭ তারিখে আসামিরা পিরোজপুর গ্রামের বিএনপির ৩০ টি ঘর বাড়িতে হামলা ও অগ্নিসংযোগ করে। এঘটনায় স্থানীয় বিএনপি নেতা দয়াল হোসেন বাদি হয়ে আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুস সালামকে প্রধান আসামি করে ২৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। মামলার পর থেকেই এসব আসামিরা পলাতক ছিলেন।

স্থানীয়রা জানান, সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হেসেনের ভগ্নিপতি জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস তার শ্যালক মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের ক্ষমতায় ওই এলাকার বিএনপি জামায়াতের শত শত নেতাকর্মী বাড়ি ছাড়া করেছিলেন। বিভিন্ন সময়ে মিথ্যা মামলা দিয়ে জেল জরিমানাসহ সারাবছর বাড়ি ঘরে হামলা, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ চালাতেন। পাঁচ আগস্ট প্রেক্ষপট পরিবর্তনের পরপরই

বাবলু বিশ্বাস ও তার কাছের ক্যাডারা এলাকা ছাড়া হয়ে যান। পরে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ইপর হামলা মামলায় গ্রেফতার হন বাবলু বিশ্বাস, তার তার স্ত্রী জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য শামীম আরা হিরা, শ্যালক সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন গ্রেফতার হন। শামীম আরা হিরা জামিনে মুক্ত হলেও বর্তমানে বাবলু বিশ্বাস ও মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এখনো জেলে রয়েছেন।

মেহেরপুরে আরাফাত রহমান কোকোর মৃত্যুবার্ষিকী পালন

শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র আরাফাত রহমান কোকোর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার (২৫ জানুয়ারি) সকাল সাড়ে দশটার দিকে মেহেরপুর জেলা বিএনপির আয়োজনে খাঁন কমিউনিটি সেন্টার বেড়পাড়ায় এ দোয়া মাহফিলের ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

মাহফিলে সাবেক রাষ্ট্রপতি শহীদ জিয়াউর রহমান বীর উত্তম এবং আরাফাত রহমান কোকোর রুহের মাগফেরাত কামনা করা হয়। এছাড়া লন্ডনে চিকিৎসারত সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনায় বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

সাবেক সহ-সভাপতি আলমগীর খান ছাতুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির আহ্বায়ক জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, জেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আমিরুল ইসলাম, যুগ্ম আহ্বায়ক ফয়েজ মোহাম্মদ, জেলা বিএনপির সাবেক সিনিয়ার সহ-সভাপতি ইলিয়াস হোসেন, হাফিজুর রহমান হাফি, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক রোমানা আহম্মেদ, পৌর বিএনপি’র সাবেক সাধারণ

সম্পাদক আলমগীর হোসেন, জেলা জজকোর্টের পিপি অ্যাডভোকেট আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম ও গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি রেজাউল হক।

জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী মিজান মেননের সঞ্চালনায় এই সময় আরো উপস্থিত ছিলেন বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি এম এ কে খাইরুল বাশার, মীর ফারুক, ওমর ফারুক লিটন, আইনজীবী সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. আজম খান (খোকন), সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হুযাইফা ডিক্লেয়ার, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের সাবেক সদস্য সচিব আনারুল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা যুবদল নেতা ওমর ফারুক, দারিয়াপুর যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক নাহিদুল ইসলাম, জেলা মহিলা দলের সহ-সভাপতি ছাবিহা সুলতানা, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাউছার আলী, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব বাকাবিল্লাহ, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক আজমুল হোসেন মিন্টু, জেলা ছাত্রদলের সহ সভাপতি নাহিদ মাহাবুব সানি, জেলা জিয়া মঞ্চের সদস্য সচিব মনিরুল ইসলাম মনি, এ্যাড: মাহমুদুল হাসান মিলন, রোলেক্স, প্রফেসর রিপন, আশরাফ হক কালু,সৌরব হোসেন, আব্দুল লতিফ, মোশিউল আলম দিপুসহ বিএনপির নেতা কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির নেতাদের সংবর্ধনা

মেহেরপুর জেলা বিএনপির নবগঠিত আহাবায়ক কমিটিকে আমদহ ইউনিয়ন বাসীর পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে।

আজ শুক্রবার (২৪জানুয়ারি) বিকেল চারটার দিকে মেহেরপুরের সদর উপজেলার আমদহ ইউনিয়নে রায়পুর গ্রাম বিএনপি’র আয়োজনে এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

আমদহ ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মোঃ খালেকুজ্জামান মজনু সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

মেহেরপুর সদর উপজেলা সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোঃ রকিবুল হাসান রিপন,সঞ্চালনায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, জেলা বিএনপি’র সিনিয়ার যুগ্ন আহবায়ক যুগ্ন আহবায়ক আমিরুল ইসলাম, জেলা বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক অধ্যাপক ফয়েজ মোহাম্মদ,

এই সময় আরো উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাবেক সিনিয়ার সহ-সভাপতি ইলিয়াস হোসেন, সাবেক সহ-সভাপতি এম এ কে খাইরুল বাশার, সাবেক সহ-সভাপতি আনছা-উল-হক, সাবেক সহ-সভাপতি আলমগীর খান সাতু, হাফিজুর রহমান হাফি, সহ-সভাপতি মীর ফারুক,সহ-সভাপতি ওমর ফারুক লিটন,জেলা বিএনপি সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক রোমানা আহম্মেদ,সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী মিজান মেনন, জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আউয়াল, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক রেজাউল করিম, জেলা মহিলা দলের সহ-সভাপতি ছাবিহা সুলতানা, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাউছার আলী,জেলা জাসাসের সদস্য সচিব বাকাবিল্লাহ, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক আজমুল হোসেন মিন্টু,পৌর বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক আলমগীর হোসেন, সদর থানা যুবদলের সাবেক সভাপতি হাসিবুজ্জামান স্বপ্নন, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সহ-সভাপতি ফিরোজুর রহমান, আব্দুল লতিফ, মোশিউল আলম দিপু, সহ বিএনপির নেতা কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগরে উপজেলা বিএনপির কর্মী সমাবেশ

বিএনপির কেন্দ্র ঘোষিত প্রতিক্রিয়ায় দলের পূর্ণগঠন, জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দলকে সক্ষমতা অর্জনের প্রত্যয়ে মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির কর্মী সমাবেশর আয়োজন করা হয় ।

বৃহস্পতিবার (২৩ শে জানুয়ারি) চারটার দিকে মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির আয়োজনে কেদারগঞ্জ বাজার এই কর্মী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক আমিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য জেলা বিএনপির আহবায়ক জাভেদ

মাসুদ মিল্টন। তিনি বলেন, আপনারা দীর্ঘ ১৭টি বছর লড়াই সংগ্রাম করেছেন। একটি স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লড়াই সংগ্রাম করেছেন। একটি ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই সংগ্রাম করেছেন। নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন, জীবন দিয়েছেন, রক্ত দিয়েছেন, সেই সংগ্রাম থেকে উত্তীর্ণ হয়ে আপনারা নতুন বাংলাদেশের প্রবেশ করেছেন।

এ সময় তিনি আরো বলেন আজকে মুজিবনগর উপজেলার অন্তর্গত যেসব ইউনিয়ন, ওয়ার্ড কমিটি গুলো আছে সেই সব কমিটিকে আমি এই মুহূর্তে বিলুপ্ত ঘোষণা করলাম।

কর্মী সমাবেশে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে জেলা বিএনপির সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান। তিনি বলেন, গত বুধবারে উনি যে কথাটা বলেছেন খুবই আপত্তিকর কথা। উনি বলেছেন তিন টাকার কমিটি, তিন টাকার কমিটি মানে উনি তারেক রহমানকে অবজ্ঞ করা হয়েছে। তারেক রহমানকে অবজ্ঞা করলে আমরা তাকে কেউ ছাড়বো না।

এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির যুগ্ন আহবায়ক অধ্যাপক ফয়েজ মোহাম্মদ।

অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি ইলিয়াস হোসেন, জেলা বিএনপি’র সাবেক সহ-সভাপতি আনছা-উল-হক, আলমগীর খান সাতু, হাফিজুর রহমান হাফি, মীর ফারুক, ওমর ফারুক লিটন, জেলা বিএনপি সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক রোমানা আহম্মেদ, জেলা বিএনপির সাবেক সহ সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী মিজান মেনন, গাংনী উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সভাপতি রেজাউল হক, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাউসার আলী, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক আজমল হোসেন মিন্টু, পৌর বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক আলমগীর হোসেন, জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি নাহিদ মাহবুব সানি, সাধারণ সম্পাদক সাজেদুর রহমান বিপ্লব, আব্দুল লতিফ, মোশিউল আলম দিপুসহ বিএনপির নেতা কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

জেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক আমিরুল ইসলাম বলেন, আমরা শহীদ জিয়ার আদর্শের মানুষ। আমরা পিছ পা হতে জানিনি সেই কারনে আগামী দিনে যদি কমেটি নিয়ে কোনো বাজে কথা বলা হয় আপনি কালকে কমিটি ভেঙে নিয়ে আসবেন মুজিবনগরের মানুষ আপনার নেতৃত্বে বিএনপি করবে । আপনি আগামী দিনে মনোনয়ন নিয়ে আসবেন আমরা আপনাকে নির্বাচন করে পার্লামেন্টে পাঠাবো। এই পর্যন্ত অপেক্ষা করেন তার আগে বিভ্রান্ত কর কোন কথা বলবেন না। তার আগে কোন অরুচিশীল কথা

বলবেন না। বিএনপিকে খাটো করে দেখবেন না এটাই আমি মুজিবনগরের কর্মীসভা থেকে আহ্বান করে জানাচ্ছি।

মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন মুজিবনগর উপজেলার যুবদলের সদস্য সচিব আনারুল ইসলাম।

মেহেরপুরে বিএনপি’র আহবায়ক কমিটি পুর্ণবিবেচনার দাবিতে গণ মিছিল

মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক কমিটি পুর্ণবিবেচনার দাবিতে গণ মিছিল করেছে সদর উপজেলা বিএনপি।

বৃহস্পতিবার (২৩ শে জানুয়ারি) বেলা ১২ টার দিকে মেহেরপুর সরকারি কলেজ মোড় প্রাঙ্গণ থেকে একটি মিছিল বের হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়। মিছিলে নেতাকর্মীরা মেহেরপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটি পুর্ণবিবেচনার দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় বিএনপি’র নির্বাহী সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন, জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ও পৌর বিএনপি’র সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, জেলা বিএনপির সাবেক সহ সংগঠনিক সম্পাদক জুলফিকার আলী ভুট্ট, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ, জেলা কৃষকদলের আহবায়ক মাহবুবুর রহমান, শ্রমিক দলের সভাপতি আহসান হাবীব সোনা, গাংনী পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজির, স্বেচ্ছাসেবক দলের সাংগঠনিক সম্পাদক আহমেদ রাজিব খান, জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি বাবু সাবের, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাইদুর সুজন, স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ইসমাইল হোসেন, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আবু হাসনাত আফরোজ সহ বিএনপির অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দরা।

এর আগে কলেজ মোড় প্রাঙ্গণে একটি পথসভা হয়। পথসভায় বক্তারা বলেন, ১৬ বছর যারা রাজপথে লড়াই সংগ্রামে ছিল না তারা আজ আহ্বায়ক কমিটি হয়েছে। এই আহবায়ক কমিটি টাকার বিনিময়ে আওয়ামী লীগের দোসরদের কমিটিতে নিয়ে আসছে।
এ কমিটি আমরা মানি না, কমিটি হবে শহীদ শামসুজ্জোহা পার্কে জনগণের সামনে, জনগণের কথায় হবে শেষ কথা।
কেন্দ্রীয় বিএনপি’র নির্বাহী সদস্য ও মেহেরপুর ১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, আমরা শুক্রবারের রাজনীতি করি না। শুক্রবারে রাজনীতি যারা করে তারা জনগণের সাথে মিশতে পারে না। জনগণই ঠিক করে দেবে আগামী মেহেরপুরে বিএনপির কে হালকে ধরবে।

দলীয় কোন্দলে খুন হন যুবদল নেতা আলমগীর

গাংনীতে যুবদল নেতা আলমগীর হোসেন হত্যাকান্ডটি পাওনা টাকাকে কেন্দ্র করে নয়, যুবদলের দলীয় কোন্দলের কারণে ঘটেছে।

গতকাল বুধবার দুপুরে পুলিশ সুপারের কনফারেন্স রুমে প্রেস ব্রিফিংয়ে এ কথা বলেন মেহেরপুর পুলিশ সুপার মাকসুদা আখতার খানম।

জেলা পুলিশ সুপার বলেন, গাংনী ওয়ার্ড যুবদলের সভাপতি নিহত আলমগীর হোসেন দীর্ঘদিন প্রবাসে থাকার কারণে ওয়ার্ডের যুবদলের সভাপতির দায়িত্ব পালন করতেন প্রধান আসামি মাফিকুল ইসলাম মাফি। গত ৫ আগস্টের পরে নিহত আলমগীর দেশে আসে এবং রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। তার এই সক্রিয়তার কারণে মাফিকুল রাজনীতিতে কোণঠাসা হয়ে পড়ে।
তিনি আরো বলেন, রবিউল ইসলাম বিপ্লব আগামীতে গাংনী পৌর যুবদলের সম্পাদক হওয়ার চেষ্টা করে আসছিল। এ কারণে ১ নং ওয়ার্ড কমিটির সভাপতির সমর্থন প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আলমগীর বিপ্লবকে সমর্থন না দিয়ে বিরোধে জড়িয়ে পড়েন। আলমগীরের জনপ্রিয়তার কারণে তাকে সভাপতি পদ থেকে সরানোও সম্ভব হচ্ছিল না। এ কারণে পথের কাটা আলমগীরকে

সরিয়ে যে কোন মূল্যে মাফিকে সভাপতির চেয়ারে বসানোর পরিকল্পনা করে বিপ্লব।

মেহেরপুর পুলিশ সুপার আরো বলেন, হত্যাকান্ডের মাস্টারমাইন্ড রবিউল ইসলাম বিপ্লব ও মাফিকুল ইসলাম মাফি ঘটনার ৮/১০ দিন পূর্ব থেকেই অপরাপর আসামীদের নিয়ে হত্যার পরিকল্পনা করে। হত্যাকান্ডের জন্য তারা গাংনী উপজেলার ষোলটাকা ইউনিয়নের সহড়াবাড়িয়া মাঠের ইয়ারুল কাটা নামক নির্জন স্থান বেছে নেয়। রবিউল ইসলাম বিপ্লব তার সহযোগী আসামী শফিকুল ইসলাম শফিকে ৩,০০০ টাকা জবাই করার জন্য ধারালো ছুরি কেনা ও অন্যান্য খরচ বাবদ দেয়। রবিউল ইসলাম বিপ্লব অপরাপর সহযোগী আসামী মোঃ জনি ইসলাম ও মোঃ হাসিবুল ইসলামকে গাংনী বাজরের একটি দোকান হতে সাদা নাইলনের দড়ি কিনে দেয়। নিহত আলমগরি হোসেন তাদের বন্ধু ও ঘনিষ্ঠজন হওয়ার কারণে গত ১ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখ সন্ধ্যায় পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ঘুরতে যাওয়ার কথা বলে মোঃ রবিউল ইসলাময়ে বিপ্লব ও মাফিকুল ইসলাম মাফি সহযোগী আসামী আলমগীর ও শফিকুল শফিকে নিয়ে মোটরসাইকেলযোগে ঘটনাস্থলে নিয়ে যায়। পূর্ব হতেই পাহারা দেওয়ার জন্য ঘটনাস্থলে জনি ইসলাম ও হাসিবুল ইসলাম অপেক্ষারত ছিল। ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর সাথে সাথেই আসামীরা ভিকটিম আলমগীরকে জাপটে ধরে পার্শ্ববর্তী কাঁচা রাস্তায় নিয়ে দড়ি দিয়ে হাত বাঁধে, মাফলার দিয়ে মুখ বাঁধে এবং ভিকটিমের গলায় দড়ি পেঁচিয়ে টানাটানি করে। ভিকটিম আলমগীর নিস্তেজ হয়ে পড়লে বিপ্লব মৃত্যু নিশ্চিত করার জন্য গলা কেটে জবাই করার নির্দেশ দেয়। শফিকুল শফি তার নিকট থাকা ধারালো ছুরি বের করে আসামী আলমগীরের হাতে দিলে আসামী আলমগীর জনিকে জবাই করার জন্য বলে। জনি গলা কেটে জবাই করার পর রক্তমাখা ছুরি ঘাসে মুছে শফিকুলকে দিয়ে দেয়। মামলা ভিন্নখাতে প্রবাহের জন্য বিপ্লব তার কাছে থাকা হাতে লেখা চিরকুট লাশের পাশে রেখে দেয়। হত্যাকান্ড শেষে আসামীরা গাংনী ফিরে আসে। শফিফকুল তার কাছে থাকা ছুরি বিপ্লবকে দিয়ে বাড়ি চলে যায়। হত্যাকান্ডের মাস্টারমাইন্ড রবিউল ইসলাম বিপ্লববের দেখানো মতে হত্যার কাজে ব্যবহৃত ধারালো ছুরি এবং মাফিকুল ইসলাম মাফির দেখানো মতে নিহতের মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়।
এ পর্যন্ত হত্যাকান্ডের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ৬ জন আসামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে যাদের মধ্যে ৫ জন নৃশংস হত্যাকান্ডের দায় স্বীকার করে বিজ্ঞ আদালতে দোষ স্বীকার করে জবানবন্দি প্রদান করেছে এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

এসময় গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল, সদর থানার ওসি সেখ মেজবাহ উদ্দীন, মুজিবনগর থানার ওসি মিজানুর রহমানসহ জেলা গোয়েন্দা ও সােইবারক্রাইম টিমের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

হত্যাকান্ডে জড়িত আটক ছয় আসামি হলো- গাংনী পৌরসভার ৪নং ওয়ার্ড চৌগাছা গ্রামের রইচ উদ্দিনের ছেলে মোঃ রবিউল ইসলাম বিপ্লব (৩৬), গাংনী পৌরসভার ৪নং ওয়ার্ড বাশবাড়িয়া পশ্চিমপাড়ার আব্দুল আউয়ালের ছেলে মফিকুল ইসলাম (৩৯), গাংনী উপজেলার কোদাইলকাটি গ্রামের জামাত আলীর ছেলে মোঃ আলমগীর হোসেন (৪০), গাংনী উপজেলার ষোলটাকা ইউনিয়নের মিনাপাড়া গ্রামের মোঃ লোকমান ইসলামের ছেলে হাসিবুল ইসলাম(২১), ও মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের ট্যাঙ্গারমাঠ শিশিরপাড়া এলাকার মৃত হযরত আলী ছেলে মোঃ শফিকুল ইসলাম শফি(৪২)।

উল্লেখ্য, গত ২ জানুয়ারি গাংনী উপজেলার বাঁশবাড়িয়া গ্রামের উত্তরপাড়া এলাকার মঈন উদ্দীনের ছেলে ওয়ার্ড যুবদলের সভাপতি আলমগীর হোসেনের (৩৮) গলাকাটা মরদেহ সহড়াবাড়িয়া ইছাখালি মাঠের পাশে থেকে উদ্ধার করে পুলিশ।

জেলা বিএনপির আহবায়ক কমিটি, শুক্রবারের কমিটি

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুন বলেছেন, “বাংলাদেশের অপর নাম জিয়াউর রহমান” বিএনপির ভাইসচেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে এদেশের মানুষ যে সংগ্রাম শুরু করেছিলেন সেই আন্দোলনের চুড়ান্ত রুপ জুলাই আগস্টের রক্তাক্ত গণঅভ্যুথান। ছাত্র জনতা রক্ত দিয়ে এদেশ থেকে সৈরাচার শেখ হাসিনাকে বিদায় করেছে।

গতকাল বুধবার বিকেলে গাংনী উপজেলা শহরের হাসপাতাল বাজার এলাকায় আয়োজিত বিশাল জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

গাংনী উপজেলা বিএনপি আয়োজিত মহান স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বীর উত্তম এর ৮৯তম জন্মদিন উপলক্ষে আলোচনা সভা, বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় গরীব ও দুঃস্থদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ ও বিশাল গণমিছিলে প্রধান অতিথির রাখছিলেন তিনি।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাসুদ অরুন আরও বলেন, একটি গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ নির্মাণের জন্য গত ১৫ বছর যাবৎ শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে বিএনপির হাজার হাজার নেতা কর্মী মামলা হামলা জেল জুলুম, হুলিয়া মাথায় নিয়ে লড়াই, সংগ্রাম করেছে। আন্দোলন করতে গিয়ে বিএনপির হাজার হাজার নেতাকর্মী গুম খুনের স্বীকার হয়েছেন, রক্ত দিয়েছেন।

তিনি বলেন, এখন যে লড়াই শুরু হচ্ছে এলড়াই বিএনপিকে বাঁচানোর লড়াই, ধানের শীষ রক্ষা করার লড়াই। এ লড়াই দেশনেত্রী খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে তারেক রহমানকে এদেশে ফিরিয়ে এনে ১৮ কোটি মানুষের কাছে পৌছে দেওয়ার লড়াই।

তিনি বলেন, অনেকেই চাঁদাবাজির মাধ্যমে শেখ হাসিনার দোসরদের আশ্রয় প্রশ্রয় দিচ্ছেন। আমরা ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি। যারা হাসিনার দোসরদের আশ্রয় প্রশ্রয় দিয়ে মেহেরপুরে বিএনপির বিভিন্ন স্তরের কমিটি গঠণের ষড়যন্ত্র করছেন তাদের বিরুদ্ধে গণধোলাইয়ের কর্মসূচি দোবো। কেউ রক্ষা পাবেননা, আগামি ১ তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষা করবো যোগ করেন তিনি। ।

ইউএনও, ওসিসহ সরকারি সকল কর্মকর্তাদের উদেশ্যে মাসুদ অরুন বলেন, জুলাই আগস্টের রক্তপাতের কথা মনে রেখে ৫ তারিখের আগের সব কথা ভুলে যান। এখন থেকে জনগণের কথা শুনতে হবে। ৫ তারিখে এদেশের মানুষ যে রক্ত দিয়েছে জীবন দিয়েছে, গণঅভ্যুথানের মধ্যদিয়ে নতুন বাংলাদেশ নির্মাণের চেষ্টা চলছে সেই নির্মাণের চেতনা ধারণ করে জনগণের কথা শুনতে হবে। নাহলে এদেশের মানুষ আবারও একত্রিত হয়ে জনবিরোধী কর্মকান্ড রুখে দেবো।

তিনি বলেন, বিএনপিকে বাঁচানোর সংগ্রাম ও নতুন বাংলাদেশ বির্নিমানে এখন থেকে গ্রামে গ্রামে ও ইউনিয়ন পর্যায়ের সমাবেশ হবে। সেখানে সকল শ্রেনীর জেলে, মুজুর, কামার, শ্রমিক সবাইকে যুক্ত করা হবে।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির আহবায়ক কমিটি সমন্ধে তিনি বলেন, কমিটি হয়েছে শুক্রবারের কমিটি। শুক্রবার আসলে ছুটি থাকে, ঢাকা থেকে

আসতে পারেন রাজনীতি করতে। এখন থেকে শুক্রবারের রাজনীতি বন্ধ। শুক্রবার বলে কোনো রাজনীতি এখন আর হবেনা। সাদা কাগজের কালো অক্ষরের কোনো কমিটি মানা হবেনা।

তিনি হুশিয়ারি দিয়ে বলেন, নতুন কমিটির নামে যারা চাঁদাবাজি করছেন তাদের সেটা বন্ধ করতে হবে। ১ ফেব্রুয়ারির পর আর কোনো অগণতান্ত্রিক কর্মকান্ড হলে আপনাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে আমরা বাধ্য হবো।

মাসুদ অরুন বলেন, তারেক রহমান বলেছেন, “দলকে বাঁচাতে হবে, দলকে সংগঠিত করতে হবে, মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে, শ্রমজীবি মানুষের সাথে থাকতে হবে, নতুন প্রজন্মের ছাত্র যুবককের ঐক্যবদ্ধ করতে হবে, মেধাবীদের সামনের কাতারে আনতে হবে।”
প্রধান বক্তা, জেলা বিএনিপির আহবায়ক কমিটির সদস্য ও সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন বলেছেন, বিগত ১৭ বছরে দেখা যায়নি, পাওয়া যায়নি, ৫ তারিখের পর এক শ্রেনীর নেতার উদয় হয়েছে।

তিনি বলেন, রোদে পুড়ে পানিতে ভিজে জেল জুলুম হুলিয়া মাথায় নিয়ে রাজপথে জনগণকে সাথে নিয়ে আন্দোলন সংগ্রাম করেছি। কখনো জনগণকে ফেলে যায়নি। এই জনগণও আমাদের ছেড়ে যাবেনা।

আমজাদ হোসেন আরও বলেন, দলের জন্য, জেল জুলুম হুলিয়া খেটেছেন তাদেরকে নিয়েই আগামিতে বিভিন্ন স্তরের কমিটি থেকে শুরু করে দলীয় সকল কর্মকান্ড করতে হবে। আন্দোলন সংগ্রাম ও ত্যাগ স্বীকার করে দলের জন্য যারা পরিশ্রম করেছেন, বিএনপির সেসব ত্যাগি রাজনীতিকদের বাদ দিয়ে কমিটি তৈরী করার ক্ষমতা আহবায়ক কমিটির নেই। বিএনপির ত্যাগি নেতাকর্মীদের বাদ দিয়ে কেউ গ্রাম গঞ্জে বিএনপির কোনো কমিটি করতে গেলে তাদের প্রতিহত করতে হবে যোগ করেন তিনি।

আমজাদ হোসেন বলেন, মেহেরপুর জেলায় নিয়মের বাইরে কোনো কমিটি হলে সেটা আমরা মানবনা। ঘরে বসে সাদ কাগজের উপর কালো কলি দিয়ে পকেট কমিটি করবেন সেটাও আমরা মানবোনা।

তিনি বলেন, ষোল বছরের দু:শাসনর অবসান ভারতের মানুষ এসে করে দিয়ে যায়নি। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের মানুষ করেছে। শুধু অবসান নয়, সৈরাচারকে দেশ থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেছেন। বিতারিড়ত সৈরাচার আবারও বাংলাদেশে ফিরে এসে মাতববারী করবে করবে এটা মানুষ মেনে নেইনি, ভবিষ্যতেও নেবেনা।

তিনি বলেন, তাদের দোসর হিসেবে ষড়যন্ত্রের যে জাল বিস্তারর করার চেষ্টা করছেন। বিএনপিকে দূর্বল করে রাস্ট্রিয় ক্ষমতায় আসার যে ষড়যন্ত্র করছেন সেটা বাস্তবায়ন হবেনা।

তিনি বলেন, দিল্লীতে বসে ষড়যন্ত্র করে বাংলাদেশে ঢুকে পড়বেন, সে ষড়যন্ত্র বাস্তবায়িত হবেনা।
গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জনসভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, মেহেরপুর জেলা কৃষক দলের সভাপতি মাহাবুবুর রহমান মাহবুব, স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শিল্পপতি সেলিম আহমেদ।

এছাড়া বক্তব্য রাখেন, কাজিপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মতিউর রহমান মোল্লা, বামন্দী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি, বীরমুক্তিযোদ্ধা আমিরুল ইসলাম, সাবেক যুবদল নেতা সাজেদুরর রহমান বুলবুল, মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হুসাইন,। এসময় অন্যান্যদেও মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বিএনপি মহিলা দলের নেত্রী আসমা তারা, বিএনপি নেত্রী সামিরন নেছাসহ বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের স্থানীয় নেত্রীবৃন্দ।

সভাপতির বক্তব্যে আসাদুজ্জামান বাবলু বলেন, গাংনীর বিএনপির নেতাকর্মীরা যতদিন আছেন ততদিন আমি আপনাদের মাঝে আছি। বিএনপির ভাইসচেয়ারম্যান তারেক রহমানন নির্দেশনা দিয়েছেন প্রতিটি ওয়ার্ড, প্রতিটি ইউনিয়নে প্রতিটি উপজেলায় দলীয় নির্বাচনের মাধ্যমে কমিটি দেওয়া হবে। সেখানে তারেক রহমানের নির্দেশনা না মেনে সৈরাচারী কায়দায় কমিটি করেছে। যারা এভাবে কমিটি করেছেন তারা বিএনপির দুশমন।

তিনি বলেন, বিগত ১৭ বছর আওয়ামীলীগের দু:শাসন, নির্যাতন, হামলা ও ৩৪ টি মামলার আসামি হয়েছি। বারবার কারাবরণ করেছি। তারেক রহমান ও তার স্ত্রী জোবায়দা রহমানের যখন জেল ডাকা হয়েছিল সেইদিন আমার নেতৃত্বে গাংনীতে মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ হয়েছে। সেই মামলায় আমি কারাবরণ করেছি। অথচ, এখন ষড়যন্ত্র করে আমাদের বাদ দিয়ে সৈরাচারী কায়দায় বিএনপির কমিটি গঠণের চেষ্টা করা হচ্ছে। আমরা এই সৈরাচারীদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেবো।

তিনি বলেন, সাদা কাগজে কালো কালি দিয়ে নাম লিখলেই নেতা হওয়া

যায়না। নেতা হতে হলে কৃষক, শ্রমিক, কুলি মজুর ও পা ফাটা মানুষের পাশে থাকতে হবে। মানুষের বিপদের সময়ে পাশে থাকতে হবে।

তিনি বলেন, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বার বার বলেছেন, আগামীতে যে নির্বাচন হবে সেটা অত্যন্ত কঠিন নির্বাচন হবে। জামায়াত ইসলাম আমাদের শরীক দল ছিল। তারা আওয়ামীলীগকে মাফ করে দিয়েছে। তারা মনে করে আওয়ামীলীগের ভোট তাদের বাক্◌্রে যাবে।

পরে একটি বিশাল গণ মিছিল সমাবেশ স্থল থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে একই স্থানে এসে শেষ হয়। এর আগে গাংনী উপজেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে হাজার হাজার নেতাকর্মী, ধানের শীষ, ব্যানার প্ল্যাকার্ড নিয়ে খন্ড খন্ড মিছিল নিয়ে সমাবেশ স্থলে আসেন নেতাকর্মীরা।

মেহেরপুরে পৌর জামায়েত ইসলামীর শীতবস্ত্র বিতরণ

মেহেরপুরে বড়বাজার কাঁচা বাজার আড়ৎ এর শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। বুধবার (২২ জানুয়ারি) সন্ধ্যার দিকে মেহেরপুর পৌর শাখা জামাতের ইসলামের আয়োজনে কাঁচা বাজার আসাদ ভান্ডার বড়বাজার কাঁচা বাজার আড়ৎ এর শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্তু বিতরণ করা হয়।

কাঁচামাল ব্যবসায়ী হাজী মোঃ আবু সালেহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি উপস্থিত ছিলেন পৌর আমীর সোহেল রানা ডলার। পৌর ৪ নং ওয়ার্ডের সভাপতি আবুল কালাম আজাদের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন পৌর সেক্রেটারী মনিরুল ইসলাম, জেলা পেশাজীবী সংগঠনের সভাপতি মোঃ আল আমিন বকুল, সাবেক ছাত্র নেতা ব্যবসায়ী সাইফুল ইসলাম, তহ বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি হাফিজুর রহমান হাফি, বিশিষ্ট কাঁচামাল ব্যবসায়ী আকরাম আলী, কাথুলী রোড জামে মসজিদ ইমাম মঞ্জুরুল ইসলামসহ জামায়তের নেতাকর্মীরা।

গাংনীতে বিএনপির যৌথ কর্মী সভা

দেশ সংস্কারের নামে নির্বাচন বিলম্ব করা যাবেনা। চলতি বছরের ৫ আগ্স্টে জাতীয় নির্বাচন দিয়ে একটি গণতান্ত্রিক সরকারের হাতে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয়ার দাবী করেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির আহবায়ক জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

গতকাল সোমবার দুপুরে উপজেলা বিএনপি ও পৌর বিএনপি আয়োজিত যৌথ কর্মী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য তিনি একথা বলেন। এসময় তিনি বলেন, সৈরাচারী শেখ হাসিনা ভারতে পালিয়ে কাঁটাতারের বেড়া ধরে দাড়িয়ে আছেন এবং দেশে বিশৃঙ্খলা সৃস্টি করার তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছেন। ১৭ বছরের নির্যাতন সহ্য করা মানুষ একটু সস্তিতে কথা বলতে পারছেন স্বাধীনতার স্বাদ পাচ্ছেন। আমরা সে সুযোগ হাত ছাড়া করতে চাইনা। মেহেরপুরের বিএনপিকে আরও বেশি ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানিয়ে তিনি বলেন,২০১৮ সালের নির্বাচনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে তাদের সঠিক দায়িত্ব পালন করতে দেয়নি রক্ত পিপাসী শেখ হাসিনা। সে তার হাতের আঙ্গুলির হেলানিতে দেশে একত্ববাদ কায়েম করেছেন। দেশে কারও তোয়াক্কা করেনি। আগের সেই সেনাবাহিনী সৈরাচারী হাসিনা সরকারের পতনের সহযোগীতা করে দেশ উদ্ধার করে বিপদগ্রস্ত মানুষের আস্থা অর্জন করেছেন। হাজারও তরুনের রক্তের বিনিময়ে দেশের মানুষ যে সুযোগটুকু পেয়েছে তা হাতছাড়া হয়ে গেলে বিএনপি আবারও দশ বছর পিছিয়ে পড়বে।

তিনি আরও বলেন, আগস্টের পরে এক শ্রেনীর সুযোগ সন্ধানীরা লুটপাট চালিয়ে দলের মান ক্ষুণ্ণ করেছেন, দল তাদের চিহ্নিত করেছে। বিএনপি লুটপাট রাজনীতি বিশ্বাস করেনা। দলের মধ্যে অনুপ্রবেশ কারীদের দমাতে এবং দলে বিভেদ সৃস্টি কারীদের বিরুদ্ধে কঠোর সিদ্ধান্ত নেবে দেশ নায়ক তারেক রহমান। দলীয় শৃংখলা ভঙ্গ কারীদের বিরুদ্ধেও কেন্দ্র থেকে সিদ্ধান্ত এসেছে বলেও জানান তিনি। জাভেদ মাসুদ

মিল্টন বলেন,শেখ মুজিবের পরিবার একটি সৈরাচারী পরিবার।

আন্তর্জাতিক মহলেও তাদের লুটপাটকারী পরিবার বলে চিহ্নিত হয়েছে। গাংনী কেন্দ্রীয় ইদগাহ ময়দানে যৌথ কর্মী সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল হক। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, জেলা বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক আমিরুল ইসলাম ও ফয়েজ মোহাম্মদ। গাংনী পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মকবুল হোসেন মেঘলার সঞ্চালনায় এসময় বক্তব্য রাখেন, গাংনী উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের সাবেক কমান্ডার শামসুল আলম সোনা, গাংনী পৌর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ইনসারুল হক ইন্সু, জেলা যুবদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দাল হক, সাধারণ সম্পাদক গোলাম কাউছারসহ জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন বিএনপি ও তার অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

কর্মীসভায় বক্তারা বলেন, আগামীতে দেশকে ঢেলে সাজাতে দলীয় নেতাকর্মীদের ঐক্যমতের মাধ্যমে দলকে সুসংগঠিত করতে হবে। কর্মী সমাবেশে বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও কয়েক হাজার বিএনপিমনা মানুষ উপস্থিত হন।